গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

জরুরি
অতি গোপনীয়

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০৪.২১.৬৭

তারিখ: ২১ শ্রাবণ ১৪২৮
০৫ আগস্ট ২০২১

বিষয়: **"বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পের ৭ম পিএসসি সভার কার্যবিবরণী প্রসংগে।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
সভার তারিখ	:	১১/০৭/২০২১ খ্রী:।
সময়	:	দুপুর ৩.০০ ঘটিকা।
সভার মাধ্যম	:	জুম অনলাইন প্লাটফর্ম।

সভার উপস্থিতি : সভায় পিএসসি'র সদস্যগণ জুম অনলাইন প্লাটফর্মে যুক্ত ছিলেন।

২.০ সভার শুরুতে সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট প্রচলন এবং আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও স্থল বন্দরে ই-গেইট স্থাপনের মাধ্যমে আগমনী যাত্রীদের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাপনা সহজ ও আরামদায়ক করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের পাসপোর্টের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি এ মন্ত্রণালয় জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ পর্যায়ে তিনি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)কে সভা পরিচালনার জন্য আহবান জানান।

২.১ অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) বলেন, বিবেচ্য প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৮ মেয়াদে মোট ৪,৬৩৫.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট এনরোলম্যান্ট কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়েছে। দেশের বাইরে বিদেশস্থ ৮০টি মিশন হতেও ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে। সে লক্ষ্যে বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট এনরোলম্যান্ট ব্যবস্থা সংস্থাপন করা হবে। তবে কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর কারণে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমুহে ই-পাসপোর্ট সিস্টেম সংস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ পর্যায়ে পিএসসি সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়বস্তুসমুহ সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

২.২ প্রকল্প পরিচালক অদ্যকার পিএসসি সভার আলোচ্যসূচী সভাকে অবগত করেন এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় বিষয়সমুহ উপস্থাপন করেন।

৩.০ <u>৬ষ্ঠ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:</u>

ক্রঃ	৬ষ্ঠ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা

৩.১	সিদ্ধান্তঃ ১ বাংলাদেশ মিশনসমুহে ই-পাসপোর্ট সেবা চালুকরণের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডিআইপিকে একটি সভা আহবান করতে হবে এবং আলোচ্য প্রকল্প হতে এর উদ্যোগ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত ২ঃ ই-পাসপোর্ট সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পর্যায়ে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, ইউএস এবং মালেশিয়া ইত্যাদি দেশসহ নিকট/পাশ্ববর্তী দেশসমুহকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	বাংলাদেশ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট চালু করণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় কাঠমুন্ডু, নেপালকে পাইলটিং হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ বিশ্ব মহামারী পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এ বিষয়ে একটি বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম পর্বে ৪১টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান কার্যকর করা হবে যা আবার ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। ১ম পর্যায়ে ৫টি দেশের ৭টি বাংলাদেশ মিশন যার মধ্যে জার্মান (বার্লিন), ও গ্রীস (এথেন্স) এ আগামী আগষ্ট/২১ এর ২য় সপ্তাহে বাস্তবায়ন করা হবে। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, কোরিয়া এবং রোমানিয়াতে এ সেবা সম্প্রসারিত হবে। এরপর মিডিলইস্টসহ অন্যান্য দেশের ২৩টি এবং ৩য় পর্যায়ে ১০টি দেশের ১১টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণ করা হবে। এই মোট ৩৯টি মিশনে ই-পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে বিদেশে বাংলাদেশের পাসপোর্টের ৮০% পূরণ করা সম্ভব হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এখন পর্যন্ত বিদেশে বাংলাদেশের ৭টি মিশনে এমআরপি চালু নেই, ই-পাসপোর্ট এনরোলম্যান্ট এর ক্ষেত্রে এই ৭টি দেশকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়ে তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি এ বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে লক্ষ্যমাত্রা ও সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমুহে পর্যায়ক্রমে ই-পাসপোর্ট এনরোলম্যান্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩.২	সিদ্ধান্ত ৩ঃ ডিপিপি সংশোধনপূর্বক ওয়েব ক্যামেরার পরিবর্তে ডিএসএলআর ক্যামেরা এর সংস্থান করতে হবে। এছাড়া রাজস্ব খাত হতে ডিএসএলআর ক্যামেরার ক্রয় করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।	ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ১০ বছর মেয়াদী। এ মেয়াদকালীন সময়ে মাত্র ২বার প্রকল্প সংশোধন করা যাবে। তাই এখনই ডিপিপি সংশোধন না করে আগামী বছর তা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সচিব বলেন, ডিপিপি সংশোধন না করে ডিপিপি'র অনুমোদিত অংগের বাইরে কোন পণ্য/সেবা ক্রয় করা যাবে না। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ মুহূর্তে এমআরপি প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ক্যামেরা দ্বারা কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে কার্যক্রম বিভাগের যুগ্ম-প্রধান পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের সময় এ ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের বিষয়ে সর্তক থাকার অনুরোধ জানান।	ডিপিপি সংশোধন না করে ডিপিপি'র অনুমোদিত অংগের বাইরে কোন পণ্য/সেবা ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। ডিএসএলআর ক্যামেরা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমাপ্ত এমআরপি প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

৩.৩	সিদ্ধান্ত ৪ঃ সকল নাগরিকের পাসপোর্টের তথ্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সংরক্ষণের সংগে সংগে রোহিঙ্গা তথ্যের ইন্ট্রিগ্রেশনের উদ্যোগ নিতে হবে।	এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১ম পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতায় ১১ লক্ষ ২১ হাজার রোহিঙ্গার আইডি নিবন্ধন সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এ তথ্য ডিআইপি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে ৯ লক্ষ এর মত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ই-পাসপোর্ট কর্তৃক তৈরীকৃত এ ডাটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে UNHCRকে প্রদান করা হয়। UNHCR এ ডাটা ফ্যামিলি ট্রি তৈরীর মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে ৯ লক্ষ ১৮ হাজার রোহিঙ্গা ডাটা প্রস্তুত করে। UNHCR এর ডাটা বেইজটি সংরক্ষিত ও ম্যাচিউরড। অপরদিকে ই-পাসপোর্ট কর্তৃক সংগৃহীত ডাটার মধ্যে কিছু উইক ফ্লিড থাকায় UNHCR এর ডাটা বেইজ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে UNHCR এর ডাটাবেইজ হতে বাংলাদেশ সরকারের যে সকল ফ্লিড প্রয়োজন তা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আরো একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে উক্ত সভাটি আর অনুষ্ঠিত হয়নি।	UNHCR এর ডাটাবেইজ সংগ্রহের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে রেসট্রিকটেড ডাটা হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ডিআইপিকে প্রয়োজনীয় ফরম্যাট নির্ধারণ/চূড়ান্ত করতে হবে।
৩.৪	সিদ্ধান্ত ৫ঃ ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের ডাটা অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে তথ্য শেয়ার ও মিডল টিয়ার স্থাপনের জন্য ভেরিডোজ এর মতামতের পর যাচাই করে মহা পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রস্তাব দিবেন।	এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ই-পাসপোর্ট সিস্টেমে আর্কিটেকচার রয়েছে। তাতে বিভিন্ন সংস্থার সাথে ডাটা শেয়ারের সুযোগ নেই। তবে IDX সার্ভার হতে একটি replica তৈরী করে Replica সার্ভার হতে live data synchronize করে এটি কার্যকর করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচলাক জানান, NTMCA, ধর্ম মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশ এর এসবি অন্যতম স্টেক হোল্ডার। এ পর্যায়ে সচিব বলেন, এ বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আলাদাভাবে স্টেক হোল্ডারসহ এবং জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়সহ সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি সভা আহবানের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের ডাটা শেয়ারের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আলাদাভাবে স্টেক হোল্ডার এবং জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়সহ সভা আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩.৫	সিদ্ধান্ত ৬ঃ ই-পাসপোর্টের জনবলের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বর্তমান পূর্ণাঙ্গ চিত্রসহ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	ডিআইপি'র জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু অগ্রগতি সাধিত হলেও ই-পাসপোর্টের জন্য চাহিত জনবল এখনও পাওয়া যায়নি বলে প্রকল্প পিরচালক সভাকে অবহিত করেন।	বিষয়টি পিএসসি সভায় আলোচ্য নয় বিধায় পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচী হতে বাদ যাবে।
৩.৬	সিদ্ধান্ত ৭ঃ ই-টিপির সার্বিক বিষয় খতিয়ে দেখে মহা পরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর একটি প্রস্তাব দিবেন।	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, ইটিপি'র বিষয়ে Veridos GmbH হতে একটি প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে যার উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ইটিপি ই-পাসপোর্টের অংশ নয় এবং এ বিষয়ে ডিজি, ডিআইপি ও মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আলোচনার সূত্র উল্লেখ করে তিনি বিষয়টি এ প্রকল্পের পিএসসি সভার আলোচ্যসূচী হতে বাদ দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিষয়টি পিএসসি সভায় আলোচ্য নয় বিধায় পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচী হতে বাদ যাবে।

৩.৭	সিদ্ধান্ত ৮ঃ ই-পাসপোর্টের চিপ পরীক্ষার জন্য কারিগরি দল সরেজমিনে দেখে চিপের গুণগত মান পরীক্ষার পাশাপাশি বুয়েটকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এর গুণগত মান পরীক্ষার উদ	ই-পাসপোর্টের ব্যবহৃত চিপ এর মান পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সাইন্স ল্যাবরেটরির সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, এ বিষয়ে পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ইতোমধ্যে Veridos GmbH বর্তমান চিপটির পরিবর্তে উন্নতমানের চিপসের প্রস্তাব করা হয়েছে যার কারিগরি মান ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত পাওয়া গেলে চিপ পরিবর্তনের জন্য পরবর্তীতে সিদ্ধান্তের অনুমতির প্রয়োজন হবে। সভাপতি নতুন উন্নতমানের চিপ ব্যবহারে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, তার প্রয়োজন হবে না। সচিব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতিদ্রুত কারিগরি প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে আইএমইডি'র মহাপরিচালক বলেন, ডিজিটাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত update হচ্ছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আসছে। একই মূল্যে উন্নত মানের চিপ পাওয়া গেলে তা গ্রহণে আপত্তি নেই। তবে এ বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত প্রয়োজন। জিইডি ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	মূল্য বৃদ্ধি হবে না, নিরাপত্তা বৈশিস্ট্য বজায় থাকবে এবং কারিগরি মানে বর্তমানটির তুলনায় উন্নত হতে হবে - এ সকল শর্তে আপগ্রেডেড চিপ গ্রহণের বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করা হলো। তবে এ পরিবর্তনের বিষয়ে পরবর্তীতে কারিগরি কমিটি/চেইঞ্জ রিকোয়েস্ট কমিটি দ্বারা সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

৪.০ <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:</u>

৩টি ধাপে পর্যাক্রমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে প্রকল্প পরিচলালক সভাকে অবগত করেন। তিনি বলেন, প্রকল্পটিকে তিনটি ধাপে ভাগ করে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ক) ২ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেট আমদানী ও ২৮ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেট এর কারাঁমাল আমদানী।

খ) যন্ত্রপাতি আমদানী, সংস্থাপন এ পরিচালন এবং

গ) ১০ বছর ব্যাপী অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স।

ক) <u>প্রথম ধাপ:</u> ২ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেট আমদানী ও ২৮ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেটের কাঁচামাল আমদানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন। ২ মিলিয়িন পাসপোর্ট বুকলেটের মধ্যে ১৬ লক্ষের অধিক ইতোমধ্যে আমদানী সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পাসপোর্ট বুকলেট আমদানীর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শীঘ্রই দেশে এসে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ২৮ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেটের কাঁচামাল ৮ বছর ব্যাপী আটটি এলসির বিপরীতে বছর বছর আমদানী করা হবে। গড়ে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ পাসপোর্ট বুকলেট কম্পোনেন্ট আসবে।

<u>খ) যন্ত্রপাতি আমদানী, সংস্থাপন ও পরিচালনঃ</u> তিনি সভাকে আরো জানান যে, ইতোমধ্যে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ই-পাসপোর্ট কাঁচামাল আমদানী সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১১.২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট এর কাচাঁমাল আমদানীরপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৮.৮৮ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেটের কাঁচামাল আমদানী অবশিষ্ট রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, কোভিডের কারণে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ টীমের আগমনে বিলম্ব এবং একাধিকবার সংক্রমনের বৃদ্ধির ফলে বিশেষজ্ঞ টীমের নিজ দেশে ফেরত যাবার ফলে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ বছর বিলম্বে ২৫ মে ২১ হতে তা চালু করা সম্ভব হয়েছে। চালুর পর ইতোমধ্যে ৬০,০০০ লক্ষ পাসপোর্ট বুকলেট ছাপানো সম্পন্ন এবং ১.৫ লক্ষ পাসপোর্ট বুকলেট ছাপানোর কাজ প্রসেসে আছে।

<u>গ) রক্ষনাবেক্ষণ সেবা:</u> যা দশ বছর মেয়াদী। ৮টি এলসির মাধ্যমে আট ভাগে অর্থ প্রদান করা হবে।

৪.১ <u>সিদ্ধান্তঃ</u>

যথা সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

৫.০ <u>আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট এনরোলম্যান্ট</u> :

৭২টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৭০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে চালু হয়েছে। ঢাকা ইস্ট এবং ওয়েস্ট অফিস এ মুহূর্তে না থাকায় চালু করা যায়নি। তিনি প্রকল্পের অন্যান্য অংগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করনে। তন্মধ্যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ১৫টি ই-পাসপোর্ট ই-গেইট এবং চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে ৬টি ই-গেইট চালু হয়েছে। সিলেট আন্তজার্তিক বিমান বন্দরে ই-গেইট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি স্থল বন্দর সমূহে ই-গেইট স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৫.১ এ পর্যায়ে যুগ্ম-প্রধান, জিইডি আর্থিক অগ্রগতির চেয়ে বাস্তব অগ্রগতির হার কমের কারণ জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক

জানান, ব্যাংক পেমেন্ট এর মাধ্যমে এলসি খোলার ফলে আমাদের দিকে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে গেছে। যদিও সরবরাহকারী তা পাইনি। এলসির বিপরীতে প্রদত্ত অর্থ ব্যাংকে জামানাত রয়েছে। চূড়ান্ত কার্য সম্পাদনেরপর তা সরবরাহকারীকে ব্যাংকে প্রদান করবে।

৫.২ এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, ডিআইপি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে দুটি ফেইজে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়ের সময়সীমা রয়েছে তা ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ায় এবং অন্যদিকে উভয় ফেইজের অর্থ একই সময়ে ব্যয়িত হওয়ায় বিষয়টি সময়ের সাথে মিলিয়ে আপডেট করা প্রয়োজন বলে সভার দৃস্টি আকর্ষণ করেন।

৫.৩ সভাপতি, ডিজি, ডিআইপি'র প্রস্তাবের বিষয়ে পিএসসি'র সদস্যদের মতামত আহবান করেন। যুগ্ম-প্রধান জিইডি বলেন, ইন্ট্রোলেশনের বিপরীতে এলসির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধিত হলেও কার্যক্রম এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। এ প্রসঙ্গে আইএমইডি'র মহাপরিচালক প্রকল্পটির টেকসই হওয়া, প্রকল্প সমাপ্তিতে কার্যক্রম চালু রখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রকল্পের আওতায় ১০ বছর মেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্র ও এর পরিধির বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি আরও জানতে চান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এ ই-গেইট স্থাপন সম্পন্ন হওয়া স্বত্বেও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫২% কেন? এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ঢাকায় ২৯টি গেইট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলে এ ক্ষেত্রে ৯টি গেইট স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।প্রকল্প বাস্তবায়নের ২টি ফেইজের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন না হওয়া এবং এখন উভয় ফেইজের মধ্যে কার্যক্রমের যে over lapping হয়েছে - এ বিষয়ে পিএসসি'র সুপারিশ প্রদানের জন্য ডিজি, ডিআইপি সভায় অনুরোধ জানান।

৫.৪ চুক্তি অনুযায়ী জুন/২০ এর মধ্যে ১ম ফেইজ অর্থাৎ ২ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেট আমদানী এবং ২৮ মিলিয়ন পাসপোর্ট বুকলেট ছাপানোর জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের পর জুন/২০ এর মধ্যে কার্যক্রম শুরু করা যা ২৭ মে ২১ এ ট্রায়াল শুরু করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে মুলত: পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে কুগলার মেশিন কবে নাগাদ তার লক্ষমাত্রা অর্থাৎ ২৫ লক্ষ পাসপোর্ট উৎপাদন করতে সক্ষম হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হলে, সে মোতাবেক উভয় ফেইজ এর মধ্যে সমন্বয় করে ফেইজসমুহ পুন:নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, কুগলার মেশিন এ মাসের শেষ নাগাদ সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনে যেতে সক্ষম হতে পারে।

৫.৫ প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, এ মূহর্তে Veridos GmbH'র লোকবল দ্বারা মেশিনটি চালু আছে। তবে ইতোমধ্যে ই-পাসপোর্টের জনবল তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। প্রশিক্ষণ শেষে আমাদের নিজস্ব জনবল দ্বারা মেশিন সমূহ চলবে; সেক্ষেত্রে Veridos GmbH কুগলার মেশিনটি পরিচালনার কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

৫.৬ জিইডি'র প্রতিনিধি বলেন, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর বাস্তবতা অনুযায়ী ফোর্স মেজুইর এর আওতায় বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে। উপসচিব (পরি-২) বলেন, ১ম পর্যায় কবে নাগাদ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে এর একটি টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্ল্যান করে তার সাথে ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়নকে সমন্বয় করে একটি প্রস্তাব প্রস্তুতের পর এ বিষয়ে পিএসসি'র সুপারিশ গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। কারণ, উভয় ফেইজের মধ্যে কর্ম বাস্তবায়নের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিষয়টি অদ্যকার সভায় পিএসসি অবগত হবেন, পরবর্তীতে সভায় পূর্ণাঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপনের মাধ্যমে সে আলোকে সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে। কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, বিষয়টির সাথে আর্থিক বিষয় জড়িত আছে এবং এটি প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমের অংশ। তাই এ বিষয়ে পিএসসি'র সুপারিশ গ্রহণের কতটা সুযোগ আছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

৫.৭ ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ধাপসমুহের মধ্যকার over lapping এর সমন্বয় করতে হবে।

৬.০ **ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন কার্যক্রম প্রসঙ্গে:**

২৫ মে ২০২১ তারিখ হতে ই-পাসপোর্ট বুকলেট বাইন্ডিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে কুগলার মেশিনটির Installation এর কার্যক্রম চলমান। তিনি কুগলার -১, ২, ৩ ও ৪ মেশিনের বুকলেট বাইন্ডিং এর সংখ্যা এবং scrap এর সংখ্যা তুলে ধরে সভাকে জানান যে, স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু কিছু scrap হয়ে থাকে।

৬.১ সভায় scrap এর সংখ্যা এবং বিশ্বমানে এর গ্রহণ যোগ্যতার হার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈশ্বিক মান বিবেচনায় scrap এর গ্রহণযোগ্যতার হার এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ হারের তুলনামূলক তথ্য উপাত্তসহ বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া মেশিনসমূহ স্বক্রিয় থাকার সময়কাল এর ও ভিন্নতা রয়েছে। তথ্য উপস্থাপনার সময় যে বিষয়টির প্রতিফলন করার বিষয়ে সভা একমত প্রকাশ করে। এছাড়া জুলাই/২১ এর মধ্যে কুগলার মেশিন ফুল অপারেটিভ করে হস্তান্তর করার জন্য Veridos GmbH কে অনুরোধ করার বিষয়ে আজকের সভায় সুপারিশ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক

অনুরোধ করেন।

৬.২ এ পর্যায়ে ডিজি, ডিআইপি বলেন, জুলাই/২১ এর মধ্যে কুগলার মেশিন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যক্ষম হলে তাদের দাবী অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা আছে কিনা। এ বিষয়ে উপসচিব(পরি-২) বলেন, সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা কোনভাবেই সঠিক হবে না। বিল পরিশোধের পূর্বে অবশ্যই চুক্তির শর্ত, পিপিআর, পিপিএ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিল পরিশোধ করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

৬.৩ বৈশ্বিক মান বিবেচনায় scrap এর গ্রহণযোগ্যতার হার এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ হারের তুলনামূলক তথ্য উপাত্তসহ বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।

৬.৪ জুলাই/২১ এর মধ্যে কুগলার মেশিন ফুল অপারেটিভ করে হস্তান্তর করতে হবে।

৭.০ অতিরিক্ত ই-পাসপোর্ট বুকলেট বাইন্ডিং মেশিন (কুগলার মেশিন) এর চাহিদা প্রসঙ্গে:

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান কুগলার মেশিন পুর্ণমাত্রার কার্যক্ষমতা অর্জন করলে চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্ট বুকলেট বাইন্ডিং করা সম্ভব হবে। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটি, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে চাহিদা অনুয়ায়ী বুকলেট সরবরাহ করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। চাহিদা অনুযায়ী পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি আরো একটি কুগলার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ করেন।

৭.১ এ প্রসঙ্গে সভার সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এর বিপরীতে চাহিদার আলোকে গ্যাপ এনালাইসিস করা, অতিরিক্ত বুকলেটের চাহিদা পূরণে একাধিক পদ্ধতির(যেমন অতিরিক্ত কুগলার মেশিন ক্রয় ও সংস্থাপনের ক্ষেত্রে মেশিনের মূল্য+সংস্থাপন খরচ+এর জন্য Veridos GmbH এর অতিরিক্ত অর্থ দাবী+ সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া, অন্যদিকে বুকলেট আমদানী খরচ; অতিরিক্ত কুগলার মেশিন ক্রয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যে সময় ব্যয়িত হবে সে সময় আমদানীকৃত বুকলেটের পরিমাণ ব্যয় ইত্যাদি) ব্যয় পর্যালোচনা সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক আগামী ৩০ জুলাই/২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। আরো একটি কুগলার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাবের বিষয়ে আজকের সভায় নীতিগত সম্মতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ডিজি, ডিআইপি গ্রহণ করবেন।

৭.২ এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক কুগলার মেশিনের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ই-পাসপোর্ট বুকলেট এবং আমদানীকৃত ই-পাসপোর্ট বুকলেটের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। ডিজি, ডিআইপি আসন্ন আগস্ট/সেপ্টেম্বর ২১ সময়ের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বুকলেট এর স্বল্পতা দেখা দিতে পারে বলে আংশকা প্রকাশ করেন। আসন্ন এ সংকট নিরসনে ডিপিপি'র প্রভিশন পরিবর্তন করে অর্থ্যাৎ ২মিলিয়ন আমদানী বুকলেট এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সে অনুপাতে উৎপাদনের সংখ্যা হ্রাস করে একটি ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। প্রাক্কলিত ব্যয় ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের সময় বিষয়টি প্রতিফলন করতে হবে।

অপসন:

১। সেট অপশন: ২মিলি: রেডি বুকলেট ও২৮ মিলি: উৎপাদন

২। 2nd option: রেডি বুকলেট এর সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস

৩। 3rd option: আরো একটি মেশিন সংস্থাপন/ক্রয়ের জন্য

৪। 4th option: মেশিন যাই উৎপাদন করুক সম্পূর্ণ চাহিদাই আমদানীর মাধ্যমে পূরণ করা।

এ নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিগত অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। তাই বিষয়টি তথ্য উপাত্ত দ্বারা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

৭.৩ আলোচনা ৭.১ ও ৭.২ এর আলোকে অতিরিক্ত কুগলার মেশিন ক্রয় এবং পাসপোর্ট বুকলেট আমাদানীর বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক আগামী ৩০ আগষ্ট/২০২১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮.০ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা:

৮.১ Bom (B11 of Matrials) এ ক্যামেরার সংখ্যা পরিবর্তন প্রসঙ্গেঃ

এ প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে চুক্তি এবং Bom এ এবং ডিপিপিতে ১২০০ সিসি ক্যামেরা প্রদানের বিষয় উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে DSLR ক্যামেরা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। সে আলোকে ৪০০টি DSLR ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে। যথাযথ

পরিকল্পনা নীতিমালা অনুসরণ করে বিষয়টি ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রতিফলন পূর্বক Bom এ প্রতিস্থাপন করতে হবে। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনা হিসেব পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.১.১ **সিদ্ধান্তঃ**

১২০০ সিসি ক্যামেরার পরিবর্তে ৪০০টি ডিএসএলআর ক্যামেরা গ্রহণের বিষয়টি যথাযথ পরিকল্পনা নীতিমালা অনুসরণ করে বিষয়টি ডিপিপি/আরডিপিপিতে প্রতিফলন পূর্বক Bom এ প্রতিস্থাপন করতে হবে। মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.২ **রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঋণপত্র খোলা এবং প্রথম ঋণপত্র এর অধীন দাবীকৃত বিল পরিশোধঃ**

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানায়,

ক) অপারেশন সাপোর্ট এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা শুরু ১লা সেপ্টম্বের, ২০২০

খ) ২ বছর অপারেশন সাপোর্ট মেয়াদ শেষ ৩১ আগস্ট, ২০২২

গ) ১০ বছর মেয়াদী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা শেষ ৩১ আগস্ট, ২০৩০

এছাড়া প্রকল্প পরিচালক এ সংক্রান্ত বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, রক্ষণাবেক্ষণের ১ম পর্ব শেষ হবার পূর্বে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে একটি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে পিএসসি'র সুপারিশের জন্য অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে উপসচিব(পরি-২) বলেন, অপারেশন সাপোর্ট এবং অপারেশন সাপোর্ট, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এ দুই পর্যায়ের মধ্যকার ব্রীজ করতে হলে পুরো বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এ মূহর্তে যে সকল ব্যয় ঘটেছে সেগুলো ডিপিপিতে প্রতিফলন করে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে পিএসসি'র সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে আপাততঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে বিদ্যমান ডিপিপি ও চুক্তি ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮.২.১ **সিদ্ধান্তঃ**

অপারেশন সাপোর্ট এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবার বিষয়টি ডিপিপিতে প্রতিফলিত না হয়ে থাকলে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক তা সংশোধিত ডিপিপিতে প্রতিফলন পূর্বক পিএসসি'র সুপারিশ গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

৯.০ **বিবিধ বিষয়ঃ**

৯.১ ই-পাসপোর্ট বুকলেটের কাঁচামাল মজুদের জন্য স্থান সংকুলান বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে ডিআইপি বিষয়টি সুরাহা করবেন।

৯.২ যন্ত্রপাতির stock taking জুলাই/২১ এর শেষ সপ্তাহে সংযুক্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

৯.৩ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এনরোলম্যান্ট এর পূর্বে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন সমূহের চাহিদা মিশন থেকে সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহ/সংযোজন করতে হবে। এনরোলম্যান্টকালীন সময়ে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯.৪ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন:

ডিজি, ডিআইপি প্রকল্পের একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়নের বিষয়ে পিএসসি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে বিবেচ্য প্রকল্পের একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়নের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। আইএমইডি'র প্রতিনিধি অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

১০.০ সভাপতি দীর্ঘ সময় ধরে সভায় অংশগ্রহণের জন্য পিএসসি'র সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, প্রকল্পটি বৃহৎ এবং কমপ্ল্যাক্স প্রজেক্ট। এটি গতানুগতিক অন্য প্রকল্পের মত নয়। তাই সভাটি দীর্ঘ হলেও আজকের সভার মাধ্যমে সকল সদস্যগণ বিবেচ্য প্রকল্প সম্পর্কে একটি সুস্পস্ট ধারণা লাভ করেছেন। ধৈর্য্য ধরে সভায় অংশগ্রহণ এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য তিনি আবারো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সভাটি শারিরীক উপস্থিতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় তিনি সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

৫-৮-২০২১
মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

ফোন: +৮৮০-২-৯৫১১০৮৮
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৭৪৪৯৯
ইমেইল: secretary@ssd.gov.bd

বিতরণ :(জ্যৈষ্ঠতার ক্রমঅনুযায়ী নহে)
১) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন(দৃ:আ: ডাঃ আ. এ. মোঃ মহিউদ্দিন ওসমানী, প্রধান)
২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন (দৃ: আ: খন্দকার আহসান হোসেন, প্রধান)
৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন (মো: ফরহাদ সিদ্দিক, যুগ্ম প্রধান মাল্টিসেক্টরাল ইস্যুজ ও সমন্বয় অনুবিভাগ)
৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (মহা-পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫)।
৫) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর(তাঁকে প্রকল্প পরিচালক, ''ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্টকে অবহিত করার অনুরোধসহ)
৬) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৮) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৯) উপসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০৪.২১.৬৭/১(২)

তারিখ: ২১ শ্রাবণ ১৪২৮
০৫ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ এবং বর্ণিত তারিখে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে শেয়ার প্রদানের অনুরোধ করা হল।)
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৫-৮-২০২১
মোঃ কামাল আতাহার হোসেন

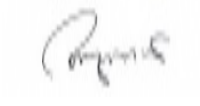

উপসচিব